যুগান্তর

তারিখ ...15 AUG 2015...
পৃষ্ঠা ৮-৩ ... কলাম ... ৪ .....

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সার্ভারে আবারও ত্রুটি

জেএসসির ফরম পূরণে জটিলতা

মুসতাক আহমদ

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সার্ভারে আবারও ত্রুটি দেখা দিয়েছে। এ কারণে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষার ফরম পূরণের কাজ নিয়ে চরম জটিলতায় পড়েছে বিভিন্ন স্কুল। দিন-রাত চেষ্টা করেও অনেক প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের ফরম পূরণ করতে পারছে না। এ নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি থেকে স্কুলে স্কুলে শিক্ষকদের সঙ্গে অভিভাবকদের বাক-বিতণ্ডাসহ নানা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটছে বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে। তবে এ সমস্যার বিষয়ে কিছুই জানেন না বলে জানিয়েছেন ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবু বক্কর ছিদ্দিক। শুক্রবার বিকালে টেলিফোনে তিনি যুগান্তরকে বলেন, 'এমন সমস্যার কথা আমি জানি না। আমাকে কেউ কিছু জানায়নি। আমি এখনই বিদ্যালয় পরিদর্শকের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলাপ করছি।'

এর আগে একাদশ শ্রেণীর ভর্তি নিয়ে সার্ভার আর সফটওয়্যারে ত্রুটি হওয়ায় মহা কেলেংকারির সৃষ্টি হয়েছিল। ৯ আগস্ট এইচএসসির ফল প্রকাশের পর ওয়েবসাইটও হ্যাক হয়েছিল। এছাড়া গত মে মাসে এই জেএসসি পরীক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন কাজের সময়েও বোর্ডের সার্ভারে ত্রুটি দেখা দিয়েছিল। তখনও নির্ধারিত সময়ে কোনো স্কুলই রেজিস্ট্রেশন ফরম পূরণ করতে পারেনি। এমন কি এ কাজের জন্য বিভিন্ন স্কুল রাতভর বসে থেকেও কাজ শেষ করতে পারে নি। বোর্ডের ওই

ত্রুটি : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৭

ত্রুটি : সার্ভারে আবারও

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

ত্রুটির দায় তখন অনেক স্কুলকে বহন করতে হয়েছিল। অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন কাজ শেষ না হওয়ায় অনেক স্কুলকে ভরিমানা গুনতে হয়েছিল। এ বিষয়ে জানতে চাইলে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের প্রধান সিস্টেম অ্যানালিস্ট মনজুরুল কবীর শুক্রবার বিকালে যুগান্তরকে বলেন, 'এইচএসসির ফলাফলের সময়ে আমাদের ওয়েবসাইট হ্যাক হয়েছিল। তাতে সবকিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। যদিও ৩-৪ দিনে তা আমরা স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরাতে সক্ষম হয়েছি। কিন্তু তার প্রভাব এখনও রয়ে গেছে।' জানা গেছে, ২ আগস্ট নোটিশের মাধ্যমে ঢাকা বোর্ড জেএসসির ফরম ফিলাপের সময়সূচি প্রকাশ করে। সে অনুযায়ী ১১ আগস্ট থেকে সম্ভাব্য পরীক্ষার্থীদের নামের তালিকা বোর্ডের ওয়েবসাইটে ফুলভিত্তিক পাওয়া যাবে। ১২ আগস্ট থেকে ফরম পূরণ শুরু হবে। বিলম্ব ফি ছাড়া এ কার্যক্রম চলবে ১৮ আগস্ট পর্যন্ত। বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকরা গত কয়েকদিন যুগান্তরে এবং এ প্রতিবেদকের ব্যক্তিগত মোবাইল ফোনে অভিযোগ করেন, বোর্ডের ঘোষণা অনুযায়ী তারা ১২ আগস্ট থেকে পরীক্ষার্থীদের নামের তালিকা পাননি। এমন কি শুক্রবার দুপুর পর্যন্তও ওই তালিকা পাওয়া যায়নি। কবে যে এটি পাওয়া যাবে তা বলা যাচ্ছে না। কেননা, এ বিষয়ে খোলা 'হেল্প লাইনে' ফোন করেও কোনো সমাধান পাওয়া যাচ্ছে না। সেখানে বসে থাকা কর্মীরা এ বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট উত্তর দেন না।' নাম প্রকাশ না করে বনানী এলাকার একটি স্কুলের একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক বলেন, প্রায় প্রতিটি পরীক্ষার ক্ষেত্রে বোর্ড ফরম পূরণ বা রেজিস্ট্রেশনের জন্য তারিখ নির্দিষ্ট করে নোটিশ জারি করে। কিন্তু পরে তা বাস্তবায়ন হয় না। অনলাইনে ফরম পূরণ করার কাজটি শিক্ষার্থীর পরিবর্তে স্কুলগুলোই করে থাকে। ফলে প্রতি স্কুল যে শিক্ষক বা কমিটিকে কাজটি দেয়, তাদের আর নাওয়া-খাওয়া থাকে না। দিনের পর দিন ওয়েবসাইটে বসে থেকে চেষ্টা চালাতে হয়। এ শিক্ষক জেএসসির রেজিস্ট্রেশনে নিজের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে বলেন, 'আমি রোজার মধ্যে অনেক দিন সারা রাত বসে থেকেছি অনলাইনে। কিন্তু ফরম পূরণ করতে পারিনি।' মিরপুর এলাকার আরেক স্কুলের শিক্ষক বলেন, যদিও স্কুলগুলোই শিক্ষার্থীদের অনলাইনে ফরম পূরণ ও রেজিস্ট্রেশনের কাজটি করে থাকে, কিন্তু তাই বলে শিক্ষার্থী-অভিভাবকরা ভোগান্তির বাইরে থাকে না। কেননা, অনেকেই নিজের কাজটি সম্পন্ন হল কিনা, জানতে চান। তখন স্কুলের অফিস থেকে নেতিবাচক কিছু পেলে, তারা স্কুলকেই সন্দেহ করে বসেন। সব অভিভাবক সমান নন। অনেকেই এ নিয়ে শিক্ষকদের সঙ্গে নানা ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনায় লিপ্ত হন। মতিঝিল এলাকার এক একটি স্কুলের একজন শিক্ষক জানান, বোর্ড প্রতিটি পরীক্ষাতেই এ ধরনের ঘটনার জন্ম দেয়। আর তাদের কাজের খেসারত দিতে হয় স্কুলকে, বিশেষ করে ঢাকা মহানগরীর বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে। কেননা, বেশি শিক্ষার্থীর অনলাইনে তথ্য 'আপলোড' করতে বেশি সময় লাগে। এ অবস্থায় যদি বেঁধে দেয়া সময় সার্ভারের ত্রুটিতে শেষ হয়ে যায় বা সার্ভার ধীর গতির কারণে কাজ শেষ করতে বিলম্ব হয়, তখন তার দায়টা স্কুলের ওপরই বর্তায়। এর আগে ৫ থেকে ২১ মে পর্যন্ত জেএসসির রেজিস্ট্রেশন পর্ব ছিল। তখন ২১ মে পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের তথ্য 'এন্ট্রি' করার নির্দেশ ছিল। কিন্তু সার্ভারের সমস্যার কারণে তা শুরু করা হয় ১৫ মে। তখন ১৮ মে'র মধ্যে কাজ শেষ করার নির্দেশনা ছিল। নির্ধারিত সময়ে স্কুলগুলো কাজ শেষ করতে না পারায় সময় বাড়ানো হয়। পরে ২৮ মে পর্যন্ত স্কুলগুলো তথ্য এন্ট্রি করে। তখনও স্কুলগুলো তথ্য এন্ট্রি তো দূরের কথা বোর্ডের ওয়েবসাইটেই ঢোকা নিয়ে মহা ঝক্কি ভোগ করেছিল। ঢাকার একাধিক স্কুলের শিক্ষক জেএসসির রেজিস্ট্রেশন পর্বের ভোগান্তির অভিজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, জেএসজির রেজিস্ট্রেশনের ইলেকট্রনিক ফরমে পিতা-মাতার জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর চাওয়া হয়েছিল। আইডি নম্বর দিলে পিতা-মাতার নাম আসার কথা। কিন্তু তা আসেনি। প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার তথ্য চাওয়া হয়েছে। কিন্তু আবার এ তথ্য ছাড়াও হয়। মজিলা ফায়ারফক্সে কাজ করা যায় না। নেট ছিল অনেক ধীরগতি। ছবির নির্দিষ্ট সাইজ চাওয়া হয়েছে। কিন্তু তা প্রায় দু-এক মাস আগে থেকে নোটিশের মাধ্যমে জানায়নি। পূর্বে যে কোনো সাইজের ছবি দিলে তা অটো রিসাইজ হতো। এসব বিষয়ে জানতে চাইলে মনজুরুল কবীর বলেন, এবারও আমাদের সার্ভারে কিছুটা ত্রুটি দেখা দিয়েছে। প্রধান সমস্যা সার্ভার স্লো (ধীরগতি) হয়ে গেছে। কানেকশন পাওয়া যাচ্ছিল না। যে কারণে দু-এক দিন সমস্যা হয়েছে। তবে এখন (শুক্রবার বিকাল সোয়া ৫টা) আর সমস্যা নেই। তিনি বলেন, চট্টগ্রামভিত্তিক 'কপট্রনিক' নামে একটি সংস্থাকে আমরা কারিগরি কাজ দিয়েছি। তারা সফটওয়্যারসহ অন্য বিষয়ে সহায়তা করে। সমস্যার বিষয়ে ওই সংস্থাকে জানানো হয়েছে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এর আগেও সমস্যা হয়েছে। এ কারণেই আমরা বুয়েটে গিয়েছি। তাদের দিয়ে একাদশ শ্রেণীর ভর্তির কাজ করিয়েছি। আরেক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমরা স্থায়ী সমাধান চাই। নিজেরা সার্ভার করব। সে পর্যন্ত সমস্যা মাঝে-মধ্যে তৈরি হতে পারে। তবে যাতে না হয়, সেজন্য চেষ্টা সার্বক্ষণিক থাকে।'